উনিশ শতকীয় বাঙালির ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব-ভাবনা

[যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি (কলা অনুষদ) উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার]

গবেষক: সৃজিতা সান্যাল
নিবন্ধীকরণ সংখ্যা: A00BE0100219
নিবন্ধীকরণের তারিখ: 19.08.2019

তত্ত্বাবধায়ক: ড. জয়দীপ ঘোষ
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা – ৭০০০৩২
২০২৫

গবেষণা প্রশ্ন

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উনিশ শতক এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতিজাত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আত্মআবিষ্কার, অন্যদিকে ইউরোপীয় পরম্পরা থেকে আগত ঐশ্বর্যের আত্মীকরণ— দুই দিক থেকেই নিজেকে ঋদ্ধ করেছিল বাঙালি। পাশাপাশি নানা প্রশ্ন, সংশয়, দোলাচল, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এক দ্বান্দ্বিক পটভূমি নির্মিত হয়েছিল এই সময়পর্বে। উনিশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র রচনায় সেই দ্বিধাজর্জর অবস্থানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

বিজ্ঞান, ইতিহাস, পুরাণ, সাহিত্য-সমালোচনা, জীবনী, রসসাহিত্য– এমন বিবিধ বিষয়ের সমন্বয়ে উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক চর্চার ক্ষেত্রটি হয়ে উঠেছিল বৈচিত্র্যময়। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্বও এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা উনিশ শতকীয় বাঙালির জ্ঞানচর্চা-ক্ষেত্রের অন্তর্গত। উনিশ-বিশ শতক জুড়ে বাঙালির নিজস্ব সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তন কতখানি সুসংগঠিত আকার পেয়েছিল, তা জানার জন্য সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব উনিশ শতকের বাঙালিকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল— সে কথা বুঝে নেওয়া জরুরি।

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব এবং নাট্যতত্ত্বের নানা দিক উনিশ শতকের বাঙালি মানসে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, কতখানি আদৃত বা উপেক্ষিত হয়েছিল সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব— তার উত্তর খোঁজাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের মূল অন্বিষ্ট। এর সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির আগ্রহ কিংবা উপেক্ষার কারণগুলি কী— তা বিশ্লেষণের লক্ষ্যেও এই অভিসন্দর্ভের নির্মাণ।

গবেষণা পদ্ধতি

'উনিশ শতকের বাঙালির ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব-ভাবনা'— শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে:

- গবেষণা অভিসন্দর্ভের বিষয় নির্বাচনের পর বিষয়ের অভিমুখ অনুসারে উনিশ শতকের বিভিন্ন আকর গ্রন্থ ও পত্রিকা একাধিক গ্রন্থাগার ও আন্তর্জালিক আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আকর গ্রন্থ ও পত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার পাশাপাশি সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে প্রস্তাবনা, ভূমিকা, বিষয়ানুগ ছটি অধ্যায়, উপসংহার, গ্রন্থপঞ্জি, পরিশিষ্ট— এইরকম বিভাজনে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

- সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় (প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতিসমূহের একাংশ ব্যতিরেকে) অভ্র সফটওয়্যারের কালপুরুষ ফন্টে ১৪ পয়েন্টে লিখিত হয়েছে। দুটি লাইনের মধ্যে দূরত্ব রাখা হয়েছে ১.৫। উদ্ধৃতির দুটি লাইনের মধ্যে ব্যবধান রাখা হয়েছে ১.১৫।

- তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি নির্মাণে Chicago Manual of Style-এর সপ্তদশ সংস্করণ (17^{th} Edition) ব্যবহৃত হয়েছে। তথ্যসূত্র উল্লেখ করার ক্ষেত্রে ফুটনোট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

- সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং অন্যান্য উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে Block Quotation ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্ধৃতি ছাড়া সমগ্র গবেষণা অভিসন্দর্ভে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রণীত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে।

ভূমিকা

সাদা পাতায় লিখিত বা মুদ্রিত কিছু অক্ষরের সমষ্টি অথবা উচ্চারিত কিছু শব্দের সন্নিবেশ ঠিক কী কৌশলে পাঠক-শ্রোতার মনোজগৎকে আলোড়িত করে, বিমুগ্ধ করে? কীভাবে তার মনের মধ্যে গড়ে তোলে এক আস্ত অ-লৌকিক মায়াবীপৃথিবী?— এই প্রশ্নই বোধহয় সাহিত্যতত্ত্বের সবচেয়ে মৌলিক জিজ্ঞাসা, যা বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন কালে সাহিত্যচিন্তকদের বিচিত্রগামী ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। জন্ম নিয়েছে কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্বের নানা নতুন নতুন তত্ত্বপ্রস্থান। প্রাচীন ভারতে যাঁরা কাব্য বা সাহিত্যের নির্মাণপ্রক্রিয়া-রহস্য নিয়ে আগ্রহী ছিলেন, তাঁদেরও মূলগত জিজ্ঞাসা ছিল এইটিই। কোন উপায়ে কিছু সাধারণ শব্দগুচ্ছ কবিপ্রতিভার স্পর্শে হয়ে ওঠে অসাধারণ, কীভাবেই বা পাঠকের মনের অন্দরে সেই শব্দগুচ্ছ হয়ে ওঠে আবেদনময়— এই সন্ধান-প্রয়াস প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের এক বড়ো অংশ জুড়ে আছে। বা বলা ভালো, এই সন্ধান-প্রয়াসই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বকে অন্যান্য সাহিত্যতত্ত্বের থেকে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা এনে দিয়েছে। Seldon Pollock-এর ভাষায়—

> Although story telling in drama or poetry is a universal human practice, few people have meditated as deeply and systematically on the questions it raises as thinkers in India, who over a period of 1,500 years, between the third and eighteenth centuries, carried on an intense conversation about the emotional world of the story and its complex relationships to the world of the audience. [1]

সুদূর তৃতীয় শতক নাগাদ ভারতে যে সাহিত্যতত্ত্বের সূত্রপাত তা একইসঙ্গে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিল সাহিত্যের অন্তর্গত কল্পবাস্তবকে এবং পাঠকের নিহিত

[1] Sheldon Pollock Ed. and Trans., *A Rasa Reader: Classical Indian Aesthetics* (Permanent Black: Bangalore, 2017), [1].

মনস্তত্ত্বকে। পাশ্চাত্যে পাঠক-প্রতিক্রিয়ানির্ভর সাহিত্যতত্ত্ব জন্ম নেওয়ার বহু বছর আগে প্রাচ্যে নির্মিত হয়েছিল এমন এক তাত্ত্বিক প্রেক্ষণবিন্দু যেখানে সাহিত্যের স্থান-কাল-পাত্র পাঠকের মনোজগৎকে প্রভাবিত করে তার আনন্দের উৎস কীভাবে হয়ে উঠতে পারে, সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা আছে। এখানেই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের বিশেষত্ব, বৈভব এবং স্বাতন্ত্র্য।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক নাগাদ ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এর আলোচনাকেই ভারতীয় কাব্যতত্ত্বচর্চার পরিসরে প্রাপ্ত[2] সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন বলে ধরা যেতে পারে। এরপর আচার্য দণ্ডী, ভামহ, বামন, আনন্দবর্ধন, কুন্তক, ধনঞ্জয়, অভিনবগুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্র, বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রমুখদের হাতে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্ব-বিষয়ক চিন্তার পরিসরটি ক্রমেই পরিপুষ্ট হচ্ছিল। সপ্তদশ শতকে জগন্নাথের *রসগঙ্গাধর* পর্যন্ত কাব্যসংক্রান্ত কিছু মৌলিক প্রশ্ন বা পর্যবেক্ষণ-সমন্বিত জ্ঞানচর্চার এই সমৃদ্ধ ধারাটি মোটের ওপর অক্ষুণ্ন ছিল।

কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বনির্মাণের এই ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে বাঙালির অংশীদারিত্ব বা অবদান কতখানি ছিল সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। চৈতন্যপূর্ব সময়ে বাঙালির মৌলিক কাব্যতত্ত্বচর্চার তেমন কোনও হদিশ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। বাংলার নবদ্বীপ নব্যন্যায়চর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠছিল বটে, চৈতন্য নিজেও সন্ন্যাসপূর্ব-জীবনে তর্কপ্রিয় নৈয়ায়িক ছিলেন, বাঙালি নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মিথিলায় গিয়ে পক্ষধর মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার কাহিনি আমাদের জানা। চতুর্দশ-পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের প্রাচীন বাংলায় ন্যায়শাস্ত্রচর্চার এ হেন বাড়বাড়ন্ত দেখা দিলেও কাব্যতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্ব

[2] নাট্যতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্ববিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থের উল্লেখ থাকলেও তাদের লিখিত টেক্সট পাওয়া যায়নি।

খানিক উপেক্ষিত ছিল বলেই মনে হয়। টোল-চতুষ্পাঠীর সনাতন বাতাবরণে যে বিষয়গুলি বহুলভাবে চর্চিত হত সেগুলি হল মূলত স্মৃতি, ন্যায় এবং ব্যাকরণ। পাঠ্যতালিকায় অলংকার পৃথকভাবে খুব গুরুত্ব পেত, এমনটা মনে হয় না। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী জানিয়েছেন উনিশ শতকের প্রথমদিকে বা তারও পূর্বে চতুষ্পাঠী ও টোলের সংস্কৃত-চর্চায় কাব্যের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত না। এমনকি, ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ানোর জন্য আলাদা শিক্ষক থাকতেন না, একই শিক্ষক কাব্য ও ব্যাকরণ পড়াতেন।[3]

চৈতন্যোত্তর যুগে কিন্তু বাঙালি বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের দ্বারা এযাবৎ প্রচলিত ভারতীয় রসতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র একটি তাত্ত্বিক বয়ান-নির্মাণের সচেতন প্রয়াস চোখে পড়ে। মহাপ্রভুর দিব্যজীবনবিভায় প্রাণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন তার ধর্মীয়-আধ্যাত্মিক এবং দার্শনিক অস্তিত্বকে ছাপিয়েও যে সাহিত্যরচনা ও পাঠের একটি বিকল্প তত্ত্বগত অবস্থানে পৌঁছতে চেয়েছিল, সে কথা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বৃন্দাবনের ভৌগোলিক পরিসরে পল্লবিত হয়ে উঠলেও এই তাত্ত্বিক প্রস্থানের অন্তরালে রূপ গোস্বামী-সনাতন গোস্বামীদের মতো বাঙালির অবদান ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীরূপ-রচিত *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*, *উজ্জ্বলনীলমণিঃ*, কবিকর্ণপূর রচিত *নাটক-চন্দ্রিকা*, *অলংকার-কৌস্তুভঃ* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচলিত সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব থেকে পরিগ্রহণের পরেও অন্যতর রসভাবনা তৈরির চেষ্টা চোখ এড়িয়ে যায় না। প্রচলিত সাহিত্যতত্ত্ব যেখানে রতিকে স্থায়িভাব এবং শৃঙ্গারকে আদিরসের মর্যাদা দিয়েছিল, সেখানে বৈষ্ণব তাত্ত্বিকেরা আনলেন কৃষ্ণরতি বা ভক্তির বিকল্প ধারণা। তাঁরা কৃষ্ণরতিকে মুখ্যস্থায়িভাবের মর্যাদা দিয়ে অন্যান্য স্থায়িভাবগুলিকে গৌণ স্থায়িভাব হিসেবে চিহ্নিত করলেন। কৃষ্ণরতিকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বৎসলতা, মধুর

[3] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "সংস্কৃত শিক্ষা," *নব্যভারত* ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৯২ বঙ্গাব্দ): ৭৭।

এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে ভক্তিরসকে আরও বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যময় রূপ দেওয়াই ছিল বৈষ্ণব রসশাস্ত্রপ্রণেতাদের অন্বিষ্ট। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন নির্মিতির সময়কালেই বাঙালির পক্ষ থেকে নতুন এবং বিকল্প এক সাহিত্যতাত্ত্বিক বয়ান তৈরি হয়েছিল।

চৈতন্যোত্তর যুগ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙালি সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে খুব মৌলিক কোনও অবদান রেখে যেতে পারেনি— এ কথা যেমন সত্যি, তেমনি অলংকারচর্চা যে একেবারে উপেক্ষিত ছিল না, সে কথাও বিনা দ্বিধায় বলা যেতে পারে। এরপর অষ্টাদশ শতক পেরিয়ে উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবী মনন ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রেই নানা নতুন ভাবনা, ধারণা ও তত্ত্বের সংস্পর্শে এল। এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা স্যার উইলিয়াম জোন্স, জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার প্রমুখ অষ্টাদশ শতকের শেষদিক থেকেই ওরিয়েন্টালিজমের আলোয় ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গৌরবময় অবস্থানে রাখতে চাইলেন। বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও সেই পথ অনুসরণে নিজেদের অতীতের প্রতি মমত্বশীল হয়ে উঠেছিলেন। বহুমুখী চিন্তার অনুপ্রবেশে বাঙালির মনোজগৎ সেইসময় নতুন করে তৈরি হচ্ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে উনিশ শতক তাই এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ। একদিকে ভারতীয় সংস্কৃতিজাত ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আত্মআবিষ্কার, অন্যদিকে ইউরোপীয় পরম্পরা থেকে আগত ঐশ্বর্যের আত্মীকরণ— দুই দিক থেকেই নিজেকে ঋদ্ধ করেছিল বাঙালি। এ সময়ে বাঙালির মনোজগৎ যেভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং যে সর্বাঙ্গীণ পালাবদল দেখা দিয়েছিল, তাকে কোনও একটিমাত্র চিহ্নায়কে চিহ্নিত করা বস্তুত অসম্ভব। এইসময়ে বাঙালির মনোভূমিকে উর্বর করেছিল যেসব সামাজিক-সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক-দার্শনিক উপাদান তাদের চারিত্র্য ছিল নানামাত্রিক। ঔপনিবেশিক শাসনের

ফলস্বরূপ তার মনন ও চিন্তন প্রভাবিত হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস্পৃষ্ট ভাবধারার দ্বারা। ১৮৩৫-এ মেকলে মিনিটের ফলশ্রুতিতে বাংলার বিদ্যায়তনিক চর্চার অভিমুখ প্রায় পুরোটাই পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক হয়ে উঠছিল। আবার জাতীয়তাবাদের ধারণায় প্লাবিত, ওরিয়েন্টালিজমের স্পর্শে দীক্ষিত বাঙালির মধ্যে দেখা গিয়েছিল ভারতের ঐশ্বর্যময় ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিকে ফিরে তাকানোর প্রণোদনা। তার বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে আলোড়ন তুলছিল কান্ট-লক-হিউম-মিল-বেন্থাম-কার্লাইল প্রমুখের দর্শন। দান্তে-ভার্জিল-টাসো-মিলটন-শেক্সপিয়ার-স্কট-শেলি-কিটস-বায়রন-ওয়ার্ডসওয়র্থ-গ্যেটে-শিলার প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনা, এমনকি ক্রোচে প্রমুখ পাশ্চাত্য নন্দনতাত্ত্বিকদের তত্ত্বচিন্তাও নতুন করে গড়ে দিচ্ছিল তাঁদের সাহিত্য সমালোচনার দিগন্তকে। সঙ্গে ছিল কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি, মাঘ, ভর্তৃহরি, নৈষধ প্রমুখের সাহিত্যিক সুষমা পুনরাবিষ্কারের ঐকান্তিক প্রয়াস। এই একই তাগিদ থেকে বাঙালি নতুন করে খুঁজে নিতে চাইছিল প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের একাধিক জরুরি প্রস্থানবিন্দুকে। ভারতীয় আলংকারিকদের কাব্যসাহিত্য-সংক্রান্ত বহুমুখী ভাবনার রেখা তার মনোভূমি স্পর্শ করেছিল। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনার একটা ব্যাপ্ত পরিসর তৈরি হচ্ছিল ধীরে ধীরে। এভাবেই নানা প্রশ্ন, সংশয়, দোলাচল, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে এক দ্বান্দ্বিক পটভূমি নির্মিত হয়েছিল এই সময়পর্বে। উনিশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র রচনায় সেই দ্বিধাজর্জর অবস্থানের সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

উনিশ শতকের বাঙালিদের মধ্যে ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনুকূল মনোভাবের নজির দেখা যায়। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠিক তার বিপরীত মনোভাব। তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যাক—

১৮৫৬ সালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য উৎসাহী ব্যক্তিদের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিতে প্রকাশিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*। মূলত সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণগত নানা দিক, সংস্কৃত রচনাকৌশল, এই ভাষার উৎপত্তি সংক্রান্ত আলোচনা ও সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এর লক্ষ্য হলেও প্রসঙ্গেক্রমে ভারতীয় রসতত্ত্বের উল্লেখ এসেছে। বিদ্যাসাগরের মত অনুযায়ী, "সংস্কৃতভাষায় আদিরস, বীররস ও করুণরসপ্রধান নাটক অনেক"।[4] 'মহাকাব্যসকল আদিরস অথবা বীররসপ্রধান।'[5] ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* সম্পর্কেও বিদ্যাসাগর নীরব ছিলেন না।

> ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা ভরতমুনিকে সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাও কহেন, এই ভরতমুনি অপ্সরাদিগের নাট্যব্যাপারের উপদেষ্টা। ...এরূপ নাট্যাচার্য যে কোন কালেই বিদ্যমান ছিলেন না, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা স্ব স্ব গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে ভরতসূত্র বলিয়া প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে, নাটকরচনা বিষয়ে সংস্কৃতভাষায় এক অতি প্রাচীন গ্রন্থ ছিল; ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা অবিসংবাদিত প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থে, ঐ গ্রন্থ ঋষিপ্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[6]

বেণীসংহার-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগরের মত, "সাহিত্যদর্পণের পরিচ্ছেদে নাটকসংক্রান্ত বিষয়ের উদাহরণ প্রদশনার্থে বেণীসংহার হইতে যত উদ্ধৃত হইয়াছে, অন্য

---

[4] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (কলকাতা:বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭), ১১৫।

[5] বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ৯৫।

[6] বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১১৫।

কোনও নাটক হইতে তত নহে।"[7] দণ্ডীর *কাব্যাদর্শ*-এর উল্লেখও এই প্রস্তাবে আছে।[8] শ্রীহর্ষরচিত *নৈষধচরিত*-এর আলোচনাসূত্রে এই রচনা সম্পর্কে মম্মটভট্টের মন্তব্য নিয়ে anecdote-এর উল্লেখ করেছেন বিদ্যাসাগর।[9] *অমরুশতক*-এর আদিরসাশ্রিত শ্লোকগুলির শান্তিরসাত্মক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে টীকাকার কীভাবে উপহাস্যাস্পদ হয়েছেন সে বৃত্তান্তও শুনিয়েছেন তিনি।[10] *দশরূপক* ও *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উদাহরণ হিসেবে উল্লিখিত সংস্কৃত নাটকগুলির কথা বিদ্যাসাগর যেভাবে উল্লেখ করেছেন[11] তা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের টেক্সট নয়, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের আকরগ্রন্থগুলির সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও তাঁর *বিবিধ প্রবন্ধ*-এ *রত্নাবলী* নাটিকার আলোচনাসূত্রে ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্র এবং রসতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন[12]। বৈশাখ ১২৮১-এর *বঙ্গদর্শন*-এ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রামদাস সেন শ্রীহর্ষের *নৈষধচরিত* ও অন্যান্য রচনা নিয়ে যখন পরস্পরবিরোধী মত ব্যক্ত করেছেন, তখন

---

[7] বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১২১।

[8] কাব্যাদর্শ নামে দণ্ডীর যে অলঙ্কারগ্রন্থ আছে, তাহাও আর এক বর্ষা চারি মাসের পরিশ্রম। [উৎস: বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১১৩।]

[9] বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১০৩-১০৪।

[10] বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১০৯।

[11] ...সমুদয়ে বিরাশিখানি নাটকের নাম পাওয়া গিয়াছে; তন্মধ্যে তেত্রিশখানি মাত্র বিদ্যমান বলিয়া বিজ্ঞাত; অবশিষ্ট সকলের দশরূপকে ও সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে এবং উদাহরণপ্রদর্শনার্থে অনেকেই কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। [উৎস: বিদ্যাসাগর, *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*, ১২১।]

[12] ভূদেব মুখোপাধ্যায়, "রত্নাবলী," *বিবিধ প্রবন্ধ: প্রথম ভাগ* (হুগলি: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০২ বঙ্গাব্দ), ৬৪-৬৮।

উভয়েই ভোজের *সরস্বতীকণ্ঠাভরণ*, ধনঞ্জয়ের *দশরূপক* এবং মম্মটের প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন।[13]

মম্মটভট্টের সাহিত্যতাত্ত্বিক চিন্তনের সঙ্গে ১৩০০ বঙ্গাব্দের (১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ) শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'পুরস্কার' কবিতার এক অংশের মিল খুঁজে পেয়েছেন বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। মহাকাব্যের অঙ্গীরসের উদাহরণ দিতে গিয়ে রামায়ণের ক্ষেত্রে করুণরস এবং মহাভারতের ক্ষেত্রে শান্তরসের উপস্থিতির দিকে আলোকপাত করেছিলেন মম্মট।[14] অনুরূপভাবে 'পুরস্কার' কবিতার কবিকে 'করুণ' কথায় 'রাঘবের ইতিহাস' বর্ণনা করতে এবং মহাভারতে প্রকাশিত 'উদার শান্তি' নিয়ে কাব্যরচনা করতে দেখা যায়।[15] উভয়ের ভাবনাগত সাদৃশ্যটুকু এখানে চোখে পড়ার মতো। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে *ভারতী*-তে প্রকাশিত 'বঙ্গসাহিত্য' এবং ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এ প্রকাশিত 'অলঙ্কারশাস্ত্র' নামক প্রবন্ধদুটির নির্বাচিত অংশ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এখানে ভারতীয় রসতাত্ত্বিকদের মনস্বিতা ও বৌদ্ধিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে প্রবন্ধকারদের গভীর শ্রদ্ধার

---

13 ধনিকাপর নামা ধনঞ্জয় দশরূপক নিবন্ধে রত্নাবলী হইতে অনেক রত্ন উদ্ধৃত করিয়াছেন।'...'ভোজরাজকৃত সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধ উদ্ধৃত হইয়াছে। [উৎস: রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, "শ্রীহর্ষ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ১৮।]

'আমার নিকট রত্নেশ্বরের টীকাসহ সরস্বতী কণ্ঠাভরণ আছে, তাহার মধ্যে নৈষধের প্রমাণ উদ্ধৃত দেখিতে পাইলাম না এবং বুলার সাহেব লিখিয়াছেন তিনিও এই প্রমাণ উক্ত অলঙ্কারগ্রন্থে দেখেন নাই।... আবার যদি কোন একখানি সরস্বতীকণ্ঠাভরণে নৈষধের শ্লোক থাকে, তবে তাহা অধুনিক কোন পণ্ডিত কর্ত্তৃক সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিব – এজন্য তাহা কৃত্রিম।' [উৎস: শ্রীরামদাস সেন, "শ্রীহর্ষ," *বঙ্গদর্শন* ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ বঙ্গাব্দ): ১৮।]

14 বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "আচার্য আনন্দবর্ধন ও কাব্যনয়," *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র* (কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ), ১১৬।

15 ভট্টাচার্য, "আচার্য আনন্দবর্ধন ও কাব্যনয়," ১১৬।

ভাবটি প্রকট। ইংরেজ আলংকারিকদের তুলনায় সংস্কৃত আলংকারিকদের প্রতি লেখকদের পক্ষপাত বুঝে নিতেও অসুবিধে হয় না।

> ❖ ... অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য মহৎ, শুদ্ধ যে রুচিপরিবর্ত্তনই অলঙ্কারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য এরূপ নহে। উহা পদার্থবিদ্যার ন্যায় একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে।
>
> ... অলঙ্কারশাস্ত্রের এমত উদ্দেশ্য নহে যে, উহাতে লোককে বক্তৃতা করিতে শিখাইবে, উহাকে কেবল বক্তাকে বিশুদ্ধ প্রণালী দেখাইয়া দেয় মাত্র। ... কবি যদি অলঙ্কার শিখে, তাহা হইলে অনিন্দনীয় কবি হয়, ও বক্তা যদি অলঙ্কার শিখে, তাহা হইলে সে অনিন্দনীয় বক্তা হতে পারে।
>
> ... আলঙ্কারিক সামাজিক হইতেও উচ্চতর, তিনি সামাজিকদের উচ্চতর রুচির পথ দেখাইয়া দেন।[16]

> ❖ এবার সাহিত্যদর্পণকারের মতটি বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। সাহিত্যদর্পণকার বলেন যে "রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য" – এই 'রস' শব্দ ব্যাবহারে তিনি ইংরেজ আলঙ্কারিকদের অপেক্ষা কবিতার প্রকৃতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিল বলেন যে, "আমাদের হৃদয়ের ভাবগুলি যে সকল চিন্তা ও বাক্যের আকারে আপনা আপনি প্রকাশ হয় তাহার নামই কবিতা", এবং রবার্টসন বলেন যে, "উচ্ছ্বসিত হৃদয়ভাবের ভাষার নামই কবিতা" – এইরূপ আরও অনেক আলঙ্কারিকদের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষণের বিশেষ দোষ এই যে ঐ বাক্য বা ভাষাতে পাঠকের বা শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাবের উদ্রেক হইল কিনা সে বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। ... এ কথা বলাই বাহুল্য যে পাঠকের হৃদয়তন্ত্র যদি কবির হৃদয়ের তালে তালে নিনাদিত না হয় তাহা হইলে কবির কবিত্বই আকাশ-কুসুমবৎ অলীক। এই যে লেখকের ও পাঠকের

[16] অজ্ঞাত, "অলঙ্কারশাস্ত্র," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮-২২।

> মধ্যে মমতা-ভাবটি, ইহা সাহিত্য-দর্পণকারের 'রস' শব্দেই নিহিত আছে।... [17]

বিশ্বনাথ কবিরাজ রচিত *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর সঙ্গে উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজের প্রায় সকলেরই মনে হয় অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল। তরুণ রবীন্দ্রনাথও ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে *ভারতী* পত্রিকায় *মেঘনাদবধ কাব্য*-এর সমালোচনাকালে 'বরজে সজারু পশি বারুইর যথা/ ছিন্নভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ/ মজাইছে লঙ্কা মোর'— এই উপমা সম্পর্কে বললেন—

> উদাহরণটি অতিশয় সংকীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষ-পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত।[18]

সাহিত্যদর্পণকার কোন স্থানে কোন দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করেছেন তা যে ব্যক্তির নখদর্পণে, তিনি যে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ছিলেন না, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রচর্চার ইতিহাসে আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এই বছরেই Buhler-এর গবেষণার ফলস্বরূপ কাশ্মীরে বিকশিত ভারতীয় রসতত্ত্বের সমৃদ্ধ ধারাটি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত হয় Regnaud রচিত *Rhetorique Sanskrite*। এর প্রায় দু-দশক আগে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে হুগলি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল লালমোহন বিদ্যানিধি রচিত *কাব্যনির্ণয়*। বইটির সপ্তম সংস্করণে শিরোনামের তলায় লেখা 'A Treatise on Rhetorical Composition'. বইটির ভূমিকা অংশে লালমোহন লিখেছেন "বঙ্গভাষায় একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া

---

[17] অজ্ঞাত, "বঙ্গসাহিত্য," *ভারতী* ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫ বঙ্গাব্দ): ৯২।

[18] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "মেঘনাদবধ কাব্য" *ভারতী* ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দ): ১০-১১।

উঠিয়াছে দেখিয়া"[19] তাঁর কয়েকজন বন্ধু তাঁকে এ বই লিখতে অনুরোধ করেন। এ বইয়ের প্রকাশে তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ E B Cowell-এর সক্রিয় সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কথাও বিজ্ঞাপন অংশ থেকে জানা যায়।[20] বইয়ের সূচনায় অফিসিয়েটিং ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশনের তরফ থেকে এই বইয়ের উপযোগিতা বর্ণনা করে Government of Bengal-এর জুনিয়র সেক্রেটারিকে লেখা একটি চিঠিও ছাপা হয়েছে। সেখান থেকে ১৮৬৮ এবং ১৮৬৯ সালে বইটির বিদ্যালয় ও স্নাতক স্তরের পাঠ্যক্রমভুক্ত হওয়ার কথা জানা যায়। চিঠিতে বলা হয়েছে, "…the book has already achieved for itself a high reputation"[21]। ই বি কাউয়েল বইটির বিজ্ঞাপনে লিখেছেন, "It is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time."[22]

কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত বিদ্যায়তনিক চর্চার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত কিছু মানুষ যে সময়কালকে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের বৌদ্ধিক ঐশ্বর্যের দিকে মুখ ফেরানোর 'high time' বলে মনে করছেন সেই একই সময়পর্বে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে অন্যান্য বাঙালির ধারণা কেমন? ১৮৮২ সালে (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত *বঙ্গদর্শন*-এ নামহীন লেখকের 'অলঙ্কারশাস্ত্র' নামক প্রবন্ধের শুরুতেই বলা হচ্ছে "অলঙ্কারশাস্ত্রের নাম শুনলেই

---

[19] লালমোহন বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার* (হুগলী: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮৯৮), প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

[20] 'যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বোধসৌকর্য্যার্থ সমুদয় প্রস্তাবের এক একটী ইংরেজী প্রতিশব্দ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, সংস্কৃত-কালেজের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউয়েল এম,এ মহোদয়ের নিকট জানাইয়াছিলাম; ঐ মহাত্মা অনুরাগপূর্ব্বক মনোযোগ সহকারে আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ঐ প্রতিশব্দগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।'

[21] বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়*, Letter from The Officiating Director of Public Instruction, Bengal, to the Junior Secretary to the Government of Bengal.

[22] বিদ্যানিধি, *কাব্যনির্ণয়*, ADVERTISEMENT.

ইংরেজিওয়ালার আপাদমস্তক জ্বলিয়া যায়, সংস্কৃতওয়ালার জিব দিয়া জল পড়ে। সাধারণলোকে মনে করে, অলঙ্কার রসের শাস্ত্র, ইহা পড়িলে লোকে রসিক হয়; অর্থাৎ যেখানে সেখানে রসের কথা কহিতে পারে।"[23] এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ে যেতে পারে সংস্কৃত-জানা এমনই এক 'ইংরেজওয়ালা' মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা। যিনি বন্ধুকে লেখা চিঠিতে *মেঘদূত* পড়ার মতো যথেষ্ট সংস্কৃত জানেন বলে দাবি জানিয়েও সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজের শাসনে স্বরচিত কাব্যকে বেঁধে না রাখার কথা ঘোষণা করেন।[24] তবে বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, মাইকেল এবং তাঁর সমকালীন পণ্ডিতসমাজ সম্ভবত সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র তথা সাহিত্যতত্ত্বের সুদীর্ঘ এবং গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস সম্পর্কে সেভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল একমাত্র বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-এর মাধ্যমে, যা প্রাচ্যতত্ত্বের ঐশ্বর্যময় ধারাটির সামগ্রিকতা সম্পর্কে তাঁদের অজ্ঞতা বা উদাসীনতা বা অবজ্ঞাকেই স্পষ্ট করে তোলে।[25] বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধতেও প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি অনুরাগ বা শ্রদ্ধার ভাব সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না।

---

[23] অজ্ঞাত, "অলঙ্কারশাস্ত্র," *বঙ্গদর্শন* ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা (বৈশাখ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ): ১৮।

[24] If I should live to write other dramas, you may rest assured, I shall not allow myself to be bound down by the dicta of Mr. Viswanath of the Sahitya-Darpan. I shall look to the great dramatists of Europe for models. [উৎস: মাইকেল মধুসূদন দত্ত, "Letters," *মধুসূদন রচনাবলী*, সম্পা. সুরেশচন্দ্র মৈত্র (কলকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৩৯০বঙ্গাব্দ।), ৩২৭]

[25] কিন্তু এখন অন্তত নিঃসঙ্কোচে একথা বলতে কোনো বাধা থাকতে পারে না যে, মাইকেল এবং তাঁর সমকালীন পণ্ডিত সমাজ উভয়েই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘ ইতিহাস, তাতে বর্ণিত সাহিত্যসমালোচনাপদ্ধতির বিচিত্র ধারা, তার গভীর দার্শনিকতা, তার উদার সর্বজনীনতা— এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁদের সম্বল ছিল বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ' বা তারই একটি বিচ্ছিন্ন অংশমাত্র। [উৎস: বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, "অলঙ্কার-শাস্ত্র ও সাহিত্য-সমালোচনা," *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলঙ্কারশাস্ত্র* (কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০), ১২৫।]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আধুনিক সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের অনুপযোগিতাই ঘোষণা করেছেন। 'স্থায়িভাব' বা 'রস' তাঁর কাছে কাব্যবিষয়মাত্র। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বকে একটি বিশেষ সময়ের ফসল হিসেবে চিহ্নিত করে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতাকে নাকচ করার চেষ্টাও তাঁর রচনায় লক্ষণীয়। এমনকি 'আলঙ্কারিকদের প্রণাম করি'[26]-র মতো চাপা বিদ্রুপবাণ বর্ষণ করতেও ছাড়েননি বঙ্কিম।

প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে উনিশ শতকীয় বাঙালির অবজ্ঞাসূচক মনোভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে আরও এক পণ্ডিতের উক্তি প্রামাণ্যস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। সুশীল কুমার দে ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর *Studies in the History of Sanskrit Poetics*-এর প্রথম খণ্ডের ভূমিকা অংশে লিখেছেন—

> I have ventured to set forth, in the following pages, the results of some of my reseaches, in the subject, with the hope of drawing the attention of scholars to a discipline which has not yet been systematically investigated, but which, forming as it does the foundations of a study of Classical Sanskrit Poetry, is not without its importance in the general history of Sanskrit literature.[27]

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকেও যখন সুশীল কুমার দে-কে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সম্পর্কে 'a discipline which has not yet been systematically investigated'— এই বাক্যাংশ ব্যবহার করতে হয়, তখন এ কথা খুব স্পষ্ট হয়ে যায় যে, গোটা উনিশ শতক জুড়ে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ে নিবিড় নিষ্ঠাপূর্ণ ও গবেষকসুলভ অনুসন্ধিৎসা তেমন

---

[26] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "উত্তরচরিত," *বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ), ১৮৫।

[27] Sushil Kumar De, "Preface," *Studies in the History of Sanskrit Poetics Vol I* (London: Luzac & Co., 1923), IX.

কেউই প্রকাশ করেননি। যারা করেছেন তাঁরাও সচরাচর Regnaud বা Buhler এর মতো পাশ্চাত্যদেশীয় গবেষক, বাঙালি নন।

সুতরাং ইতিবাচক ও নেতিবাচক এবং এই বাইনারির বাইরে-থাকা নানাপ্রকার জটিল, বহুত্বময়, পরস্পরবিরোধী চিন্তনস্রোতের অভিঘাতে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের প্রতি বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সামগ্রিক মনোভাব কেমন ছিল? ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বকে কোন দৃষ্টিতে দেখেছিল, কীভাবে গ্রহণ করেছিল উনিশ শতকের বাঙালি? এই প্রশ্নকেই কেন্দ্রে রেখে এগিয়েছে এই গবেষণার মূলগত অনুসন্ধান।

পূর্ববর্তী গবেষকদের প্রদর্শিত পথরেখা ধরেই তৈরি হয় গবেষণার নতুনতর ক্ষেত্র। এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভটিও তার ব্যতিক্রম নয়। ইতিপূর্বে ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত একাধিক গবেষণা-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সুশীলকুমার দে রচিত *History of Sanskrit Poetics*, পি ভি কানে রচিত *History of Sanskrit Poetics* প্রভৃতি প্রখ্যাত গ্রন্থ ছাড়াও সাম্প্রতিক কাজগুলি এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব ও তার বিবর্তনের অনেকান্ত প্রবণতাকে ধরার ক্ষেত্রে G. N Devy রচিত *After Amnesia: Tradition and Change in Indian Literary Criticism (1992)*, *Of Many Heroes: An Indian Essay in Literary Historiography (1998), Indian Literary Criticism: Theory of Interpretation (2010)*— গ্রন্থগুলি সুবিদিত। কিন্তু এই গবেষণাগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই বাঙালির কাব্যতত্ত্বচর্চার ওপর আলাদা কোনও গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। সংস্কৃত রসতত্ত্বের নিরিখে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-বিষয়ক কিছু গবেষণা লক্ষ করা যায়, যার দৃষ্টান্ত ড. সৌমিত্র বসুর তত্ত্বাবধানে রচিত সংগীতা গুপ্তের গবেষণাপত্র *উদ্ভটরস ও বাংলা সাহিত্য*। কিন্তু এইধরনের কাজেও বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চার ওপর পৃথকভাবে আলোকপাত করা হয়নি।

অন্যদিকে, উনিশ শতকের বাঙালির সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির প্রতিচ্ছবি-সংক্রান্ত বহু গবেষণাগ্রন্থের হদিশ বাংলা বিদ্যাচর্চার পরিসরে পাওয়া যায়। ১৯৯৮-তে প্রদীপ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পুরনো সাময়িকপত্রের প্রবন্ধ সংকলন' *সাময়িকী*-তে 'উনিশ শতকের বাংলা পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞান ও সমাজ'-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়। কিন্তু উনিশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা বা উনিশ শতকের সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বচর্চা-বিষয়ক প্রবন্ধের এ জাতীয় কোনও সংকলন এই অভিসন্দর্ভকারের নজরে আসেনি।

অলোক রায় রচিত *বাঙালী কবির কাব্যচিন্তা: উনিশ শতক* গ্রন্থে উনিশ শতকে বাঙালি কবিদের কাব্য-সংক্রান্ত মনোভাব বুঝে নেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। নন্দিতা বসু রচিত *বাংলা বিদ্যাচর্চা: উনিশ শতক* গ্রন্থটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় 'বাংলাভাষা চিন্তা: ছন্দ-অলংকার-রীতি'-তে বাঙালির অলংকার-শাস্ত্রচর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত-কাব্যতত্ত্বচর্চা-বিষয়ক বিস্তারিত কোনও গবেষণা এযাবৎ দৃষ্টিতে পড়েনি। এখানে পরিভাষা সংক্রান্ত কিছু দ্বন্দ্বেরও নিরসন আবশ্যক। এই অভিসন্দর্ভে 'ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব' এই শব্দগুচ্ছ প্রয়োগ করা হয়েছে মূলত সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব অর্থে। নন্দিকেশ্বর-ভরত প্রমুখের সময় থেকে উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে সংস্কৃত ভাষায় যে কাব্যতত্ত্বের চর্চা হয়েছে, তাই-ই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। দক্ষিণভারতেও প্রাচীনযুগ থেকেই দেখা গিয়েছিল সাহিত্যতত্ত্ব-নির্মাণপ্রয়াস। যেমন, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক নাগাদ প্রাপ্ত তামিল ব্যাকরণ *তোলকাপ্পিয়াম*-এ কাব্যতত্ত্বচিন্তার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু উনিশ শতকের আগে এবং পরেও বাঙালির সাহিত্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত আলোচনা মূলত উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতে নির্মিত সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। অন্য কোনও কাব্যতত্ত্ব উনিশ শতকের বাঙালির চর্চার পরিধির অন্তর্গত ছিল না

বলেই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব এই অভিসন্দর্ভে ভরত-বামন-দণ্ডী-ভামহ-কুন্তক-মম্মট-আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্ত প্রমুখ-প্রবর্তিত কাব্যতত্ত্বের সমার্থক।

প্রাচীন যুগের সংস্কৃত সাহিত্য ছিল মূলত কাব্য ও নাট্যে বিভক্ত। তাই কাব্যতত্ত্ব ও নাট্যতত্ত্ব— এই দুইয়ের সম্পর্কেই 'সাহিত্যতত্ত্ব' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

'অলংকার-শাস্ত্র', 'রস-শাস্ত্র বা রসতত্ত্ব' এবং 'কাব্যতত্ত্ব'— এই তিন পরিভাষার পার্থক্যগুলিও স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কাব্যরচনা, পাঠ এবং সমালোচনার কিছু মূলগত তাত্ত্বিক প্রশ্নকে ঘিরে আবর্তিত হয় কাব্যতত্ত্ব। আর অলংকার মূলত ফলিতবিদ্যাকেন্দ্রিক আলোচনা। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চার সূচনাপর্বে অলংকারকেই কাব্যসৌন্দর্যের উৎস হিসেবে ধরা হত বলে কাব্যতত্ত্বের অপর নাম ছিল 'অলংকার-শাস্ত্র'। সপ্তম শতক নাগাদ ভামহের *কাব্যালঙ্কার* রচনার সময়ে অলংকার-সংক্রান্ত আলোচনা কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত আলোচনার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে বিবেচিত হত। এই সময়ে অলংকারশাস্ত্র এবং কাব্যতত্ত্বের সীমারেখাটি ধূসর ছিল। আবার সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চার পরবর্তী পর্যায়ে আনন্দবর্ধন, অভিনবগুপ্ত প্রমুখের সময়ে অলংকারের বদলে রস কাব্যসৌন্দর্যের সারাৎসার হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। ফলে সেইসময় থেকে কাব্যতত্ত্বের বিকল্প হিসেবে 'রসতত্ত্ব' বা 'রসশাস্ত্র' শব্দগুলি গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। এই অভিসন্দর্ভে 'কাব্যতত্ত্ব', 'রসশাস্ত্র', 'রসতত্ত্ব', 'অলংকার-শাস্ত্র' প্রভৃতি শব্দগুলি একই অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে।

সময় এবং অভিসন্দর্ভের আয়তনের সীমাবদ্ধতার কারণে উনিশ শতকের কিছু নির্বাচিত গ্রন্থ এবং পত্রপত্রিকার মধ্যে গবেষণাক্ষেত্রকে সীমায়িত করা হয়েছে। যে যে গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি হল—

- *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব* (১৮৫৬)– ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- *সাহিত্যমুক্তাবলী* (১৮৬২)– জয়গোপাল গোস্বামী
- *কাব্য-দর্পণ* (১৮৭৪)– জয়গোপাল গোস্বামী
- *কাব্য-সুন্দরী* (১৮৮০)– পূর্ণচন্দ্র বসু
- *শকুন্তলা-তত্ত্ব* (১৮৮১)– চন্দ্রনাথ বসু
- *প্রসাদ-প্রসঙ্গ* (১৮৮৬)– দয়ালচন্দ্র ঘোষ
- *সমালোচনা* (১৮৮৭)– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত* (১৮৯৩)– যোগীন্দ্রনাথ বসু
- *বিবিধ প্রবন্ধ: প্রথম ভাগ* (১৮৯৫)– ভূদেব মুখোপাধ্যায় (*উত্তরচরিত, রত্নাবলী* এবং *মৃচ্ছকটিক*-এর সমালোচন)
- *সাহিত্য-চিন্তা* (১৮৯৬)– পূর্ণচন্দ্র বসু
- *পঞ্চভূত* (১৮৯৭)– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [ডায়ারি' বা 'পঞ্চভূতের ডায়ারি' নামে *সাধনা*-য় প্রকাশিত (মাঘ ১২৯৯-কার্তিক ১৩০২), ১৩০৪ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত]
- *কাব্যনির্ণয়* (১৮৯৮)– লালমোহন বিদ্যানিধি
- *কাব্য-চিন্তা* (১৮৯৯)– পূর্ণচন্দ্র বসু
- *শকুন্তলা-রহস্য*– বিহারীলাল সরকার
- *হরপ্রসাদ-রচনাবলী* (১৯৮১)– হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ('বঙ্গীয় যুবক ও তিন কবি', 'সংস্কৃত শিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ)
- *মধুসূদন-রচনাবলী* (১৯৯৫)– মাইকেল মধুসূদন দত্ত

যে যে সাময়িকপত্র আকর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল—

পত্রিকার নাম	**প্রথম প্রকাশসাল (বঙ্গাব্দ)**	**উনিশ শতকের সময়সীমায় প্রাপ্ত খণ্ডের সংখ্যা**
সংবাদ প্রভাকর	১২৪৭	১০ (১২৬৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
বঙ্গদর্শন	১২৭৯	৯ (১৮৭২-১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)
আর্য্যদর্শন	১২৮১	১১ (১২৯২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
ভ্রমর	১২৮১	১ (১২৮২ বঙ্গাব্দ)
ভারতী	১২৮৪	২১ (১৩০৪ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
নব্যভারত	১২৯০	১৮ (১৩০৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)

প্রচার	১২৯১	২ (১২৯৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
বিভা	১২৯৪	১
সাহিত্য	১২৯৭	৯ (১৩০৫ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
সাধনা	১২৯৯	৩ (১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)
সাহিত্য-কল্পদ্রুম	১২৯৯	১
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা	১৩০২	৫ (১৩০৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত)

উনিশ শতকের বাংলায় সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকে কীভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, তা এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভের মূল আলোচ্য। তবে, সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বা নাট্যতত্ত্ব যে উনিশ শতকেই বাঙালি লেখকদের আলোচনার পরিধিতে প্রবেশ করেছিল, এমন নয়। তার আগে থেকেই বাংলায় সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্র আলোচনার দীর্ঘ ইতিহাস ছিল।

মূলত সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালি পণ্ডিতদের উদ্যোগে এবং অভিনিবেশেই উনিশ শতক-পূর্ববর্তী সময়ে চর্চিত হয়েছিল সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের নানা দিক। রচিত হচ্ছিল অলংকার-শাস্ত্র সম্বন্ধীয় মৌলিক গ্রন্থ। সঙ্গে লেখা হচ্ছিল প্রাচীন সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের টীকা-গ্রন্থও। টোল এবং চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতচর্চার যে ধারা ছিল, তার অংশ হিসেবেও অলংকার-শাস্ত্র পঠিত হত বলে অনুমান করা যায়।

এছাড়া চৈতন্য-পরবর্তী যুগে ষোড়শ শতক নাগাদ বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীরা যে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব প্রণয়ন করেন, তা রসভাবনার দিক থেকে নিঃসন্দেহে মৌলিকতার সাক্ষ্য বহন করে। রূপ গোস্বামী, জীব গোস্বামী প্রমুখ যে সব ব্যক্তির মনীষা নির্মাণ করেছিল চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব দর্শনের মূল কাঠামো, তাঁরা বৃন্দাবনে যাওয়ার পূর্বে ছিলেন বঙ্গদেশেরই আদি অধিবাসী। অজস্র স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও তাঁদের রসতত্ত্বের মূল কাঠামো সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের কাঠামোকেই অনুসরণ করেছিল। ক্ষেত্রবিশেষে বিস্তৃতি দিয়েছিল। তবে, সম্পূর্ণ

নতুন এক তত্ত্বপ্রস্থান নির্মাণের ক্ষেত্রে যে কাব্যতত্ত্বের কাছে তাঁরা ঋণী ছিলেন, তা নিঃসন্দেহে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব।

উনিশ শতক সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশের আগে এই অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব কোন সময়ে কীভাবে বাঙালিকে প্রভাবিত করেছে, তা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উনিশ শতকে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বের প্রতি বাঙালির আগ্রহ বা অনীহা কোনো বিচ্ছিন্ন তত্ত্বগত অবস্থানবিন্দু নয়। বরং তা এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক পরম্পরার ফলশ্রুতি। সেই ঐতিহাসিক পরম্পরার সন্ধানই ছিল **'উনিশ শতক পূর্ববর্তী সময়ে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চা'** শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ের অন্বিষ্ট।

এই অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম **'উনিশ শতকের বাঙালি মননে অলংকার ও অলংকারবাদ'**। উনিশ শতকের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং পত্রিকার পাতায় প্রাচীন ভারতের অলংকার-শাস্ত্র সম্পর্কে একধরনের নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ লক্ষ করা যায়। অলংকারশাস্ত্রের নিগড় সম্পর্কে উনিশ শতকের এই উষ্মা খুব অস্বাভাবিক নয়। যে মানসপটভূমিতে সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের নির্মাণ, তার থেকে উনিশ শতকের বাঙালির কালগত এবং সংস্কৃতিগত দূরত্ব অনেকখানি। ইউরোপীয় নানা দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যধারার সঙ্গে পরিচিত বাঙালির কাছে অলংকারশাস্ত্রের বিধিনিষেধ অনেকাংশে অযৌক্তিক বলেই মনে হচ্ছিল।

অলংকারশাস্ত্রের ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক অবশ্য এই অধ্যায়ের আলোচ্যবিন্দু নয়। কিন্তু উল্লেখ্য, 'অলংকার' শব্দকে কেন্দ্র করেই সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্বের নাম হয়েছে অলংকারশাস্ত্র। তবে সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব কি কেবলই অলংকারকেন্দ্রিক? অলংকার ছাড়াও তো সেখানে রয়েছে নানা পথরেখা। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব বা সাহিত্যতত্ত্বের

নাম কেন 'অলংকারশাস্ত্র' হল, এই নিয়ে পরিভাষাজনিত বিতর্কের অবকাশ কম নেই। আসলে, ভারতীয় কাব্যতত্ত্বচর্চার আদি পর্যায়টি (দণ্ডী, বামন, ভামহ, রুদ্রট প্রমুখ আলংকারিকের সময়কাল) অনেকখানিই অলংকারকেন্দ্রিক। কাব্যতত্ত্বচর্চার নতুন যুগে ক্রমে ক্রমে ধ্বনি, রস প্রভৃতি ধারণা সামনে আসতে থাকে। জনপ্রিয়তাও বাড়তে থাকে রসকেন্দ্রিক মতবাদের। কিন্তু পূর্বসূরিকে অগ্রাহ্য করে উত্তরসূরির ভিত্তিস্থল যেমন পোক্ত হয় না, তেমনি অলংকারবাদকে বাদ দিলে অস্তিত্বসম্ভব হয় না রীতি, ধ্বনি বা রসবাদ।

সুতরাং উনিশ শতকের বাঙালি কীভাবে সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বকে গ্রহণ করেছিল— এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাই প্রথমেই অলংকারবাদের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল সেদিকে মনোনিবেশ করা প্রয়োজন। তার অংশ হিসেবেই দণ্ডী, রুদ্রট প্রমুখ অলংকারবাদী তাত্ত্বিকদের সম্পর্কে বাঙালির চর্চার পরিসরটিও এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। অলংকারবাদের পাশাপাশি উনিশ শতকের সাহিত্য সমালোচনায় বিভিন্ন শব্দালংকার এবং অর্থালংকারের উল্লেখ কীভাবে এসেছে, তাও এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের চর্চাকে যদি আদি পর্যায় (অলংকারবাদ, রীতিবাদের যুগ) এবং নবপর্যায় (ধ্বনিবাদ, রসবাদের যুগ)— এমন দুই অংশে বিভক্ত করা যায়, তবে আচার্য মম্মটের কাব্যতত্ত্বনিরীক্ষাকে রাখতে হয় এই দুই যুগের সন্ধিক্ষণে। তাছাড়া অলংকার ও রীতিবাদের পুরোনো ধারা ছেড়ে ধ্বনিবাদ ও রসবাদের পথে যে নতুন যাত্রা শুরু করেছিল সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব, তার নান্দী যেন ঘোষণা করেছিল মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*। কিন্তু *Some Problems of Sanskrit Poetics* গ্রন্থে সুশীলকুমার দে জানিয়েছিলেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যতখানি চর্চিত আর মুদ্রিত হয়েছেন মম্মট, বাংলায় নাকি সেই

তুলনায় তিনি বেশ উপেক্ষিত।[28] বরং তাঁর *কাব্যপ্রকাশ*-এর তুলনায় বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-ই বাংলায় বেশি সমাদৃত হয়েছে।

মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*-এর যেসব গুণের পরিচয় আমরা পাই, তার প্রেক্ষিতে মনে হয়, উনিশ শতকের বাংলাতেও বেশ সমাদৃত হওয়ারই কথা ছিল এই গ্রন্থের। *কাব্যপ্রকাশ*-কে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিল, তার স্পষ্টতা, প্রাঞ্জলতা, সুবিন্যস্ত যুক্তিক্রম এবং পূর্বসূরিদের তাত্ত্বিক মতগুলিকে একত্রিত করে তুলে ধরার প্রবণতা। এখন, এই গুণগুলির বেশ কয়েকটি উপস্থিত ছিল বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-এও। সুসংহত যুক্তিপরম্পরা, সম্পূর্ণতা আর রসতত্ত্বনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি *সাহিত্যদর্পণঃ*-কে উনিশ শতকের বাঙালির কাছে করে তুলেছিল সবচেয়ে আদৃত তত্ত্বগ্রন্থ। তাহলে উনিশ শতকের বাঙালির কাছে কেন উপেক্ষিত রইলেন মম্মট? উনিশ শতকে মম্মট সত্যিই উপেক্ষিত ছিলেন কিনা— সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা রয়েছে এই অভিসন্দর্ভের **'উনিশ শতকের বাঙালি ও মম্মটের *কাব্যপ্রকাশ*** নামক তৃতীয় অধ্যায়ে।

সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব সময়-পরম্পরা অনুসারে যে সব প্রস্থানভেদকে আত্মস্থ করে নিয়েছিল তার পথচলায়, তার মধ্যে আধুনিকতম তত্ত্ব নিঃসন্দেহে রস-প্রস্থান। রসপ্রস্থানের বীজ উপ্ত হয়ে ছিল ভরতের *নাট্যশাস্ত্র*-এই। তবে এই বীজ পরিণতি লাভ করে আনন্দবর্ধনের ধ্বনিবাদ (যেখানে রসধ্বনিকে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেওয়া হয়) এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদের মাধ্যমে। চতুর্দশ, মতান্তরে পঞ্চদশ শতকের তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ কবিরাজ *সাহিত্যদর্পণঃ* লেখার সময় রসতত্ত্বকেই তাঁর তত্ত্বভাবনার কেন্দ্রস্থলে

[28] The Kavya-prakasa has not been so often printed in Bengal as it has been in other provinces of India where it is perhaps much more extensively studied; for in Bengal Visvanatha's Sahitya-darpana appears to be a more popular text book. [Source: S.K De, "Mammata's Kavya-Prakasa," 130.]

রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি রসকেই কাব্যের আত্মা বলে ঘোষণা করেন। উনিশ শতকে বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বচর্চায় *সাহিত্যদর্পণঃ* প্রায় অবিসংবাদিত প্রাধান্য পেয়েছিল। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চতুর্থ অধ্যায়ে (**'উনিশ শতকীয় বাঙালির *সাহিত্যদর্পণঃ*'**) আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে উনিশ শতকের বাংলায় বিশ্বনাথ কবিরাজের *সাহিত্যদর্পণঃ*-সংক্রান্ত চিন্তন।

উনিশ শতকের কাব্যতত্ত্ববিষয়ক আলোচনা এবং সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনার সিংহভাগ জুড়ে ছিল রস-প্রসঙ্গের আনাগোনা। উনিশ শতকের বাংলায় বিভিন্ন সাহিত্য-সমালোচনায় এবং সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত রচনায় শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্ত— প্রভৃতি রসের আলোচনা কীভাবে ধরা দিয়েছে তা দেখে নেওয়া এবং এর সাপেক্ষে রসবাদের প্রতি বাঙালির মনোভাব বুঝে নেওয়া **'উনিশ শতকে বাঙালির কাব্যতত্ত্বচর্চায় ও সমালোচনায় রসবাদ ও রসবৈচিত্র্য'** শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ের অন্যতম অভীষ্ট।

উনিশ শতকে প্রতিটি রসের উল্লেখ সম্পর্কে যেমন বিস্তারিতভাবে আলোচনা রয়েছে, তেমনি কেন একেকটি রস উনিশ শতকে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, সেই কারণ বিশ্লেষণের প্রয়াসও স্থান পেয়েছে এই অধ্যায়ে।

কোনও একটি বিশেষ সময়খণ্ডের সাহিত্যতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ সেই সময়খণ্ডের সমাজ-রাষ্ট্রনীতি-সমকালীন ঘটনাবলির দ্বারাও প্রভাবিত হয়। উনিশ শতকের বাঙালির রসতত্ত্বচর্চাও তার ব্যতিক্রম নয়। উনিশ শতকে বাঙালি কোন কোন রসের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেছে এবং সেই পক্ষপাতের আড়ালে ব্রিটিশশাসিত ঔপনিবেশিক সময়ের অভিক্ষেপ কতখানি ক্রিয়াশীল— তা খুঁজে নেওয়ার চেষ্টাও আছে পঞ্চম অধ্যায়ে।

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের প্রাতিস্বিক অভিজ্ঞান হিসেবে যে বইটি সর্বজনমান্যতা পেয়ে এসেছে, ভরতের সেই গ্রন্থটি কিন্তু মূলগতভাবে নাট্যতত্ত্বের গ্রন্থ। সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বের আদিরূপের সঙ্গে নাট্যতত্ত্বের এমন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সত্ত্বেও 'নাট্যতত্ত্ব' এবং 'কাব্যতত্ত্ব'— এ দুই ক্ষেত্র পরস্পর সম্পৃক্ত, নাকি দুটি আলোচনার পরিধি সম্পূর্ণ পৃথক— এই বিষয়টি সুদীর্ঘকাল বিতর্কের আওতায় থেকে গেছে।

ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বচর্চার প্রাক্‌লগ্নে কাব্যতত্ত্বের ছায়া থেকে সরে স্বতন্ত্র এক অস্তিত্বের দাবি জানিয়েছিল নাট্যতত্ত্ব। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* এবং ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*-এর মতো বইয়ের উপস্থিতিই তা বুঝিয়ে দেয়। সুশীল কুমার দে-র মতে—

> in older times Dramaturgy and Poetics formed separate disciplines, the former being probably the earlier in the point of time, as well as in substance.[29]

তবে, ভামহ বা বামনের সময়কাল থেকেই সংস্কৃত তাত্ত্বিক আলোচনার পরিসরে নাট্যতত্ত্ব তার মৌলিকতার ক্ষেত্রটি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছিল। মিশে যাচ্ছিল কাব্যতত্ত্বের সামগ্রিক ব্যাপ্তিতে। নাট্যতত্ত্বকে কাব্যতত্ত্বেরই একটি উপবিভাগ বা শাখা হিসেবে গণ্য করা হচ্ছিল। ভরতের *নাট্যশাস্ত্র* প্রধানত নাট্যতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থ হলেও এখানে সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক সাধারণ কিছু আলোচনাও স্থান পেয়েছে। *নাট্যশাস্ত্র*-এর ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় (রসবিকল্প ও ভাবব্যঞ্জক)-কে ভারতীয় রসবাদের ভিত্তিভূমি বলে ধরা হয়। 'বাগভিনয়' শীর্ষক সপ্তদশ অধ্যায়ে শুধু নাটক নয়, সামগ্রিকভাবে কাব্যের দোষ, গুণ ও অলংকারের আলোচনা আছে। নাট্যতত্ত্ব-প্রধান আরেকটি গ্রন্থ ধনঞ্জয়ের *দশরূপ*-এর চতুর্থ প্রকাশেও ঠাঁই পেয়েছে সাহিত্যতত্ত্বের সামগ্রিক বিশ্লেষণ। উলটোদিকে বিশ্বনাথ কবিরাজের

[29] S. K. De, *History of Sanskrit Poetics Vol. II* (London: Luzac & CO., 1925), 2.

সাহিত্যদর্পণঃ মূলত কাব্যতত্ত্বের বই। তা সত্ত্বেও এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে নাট্যতত্ত্বের আলোচনা।

নাটক প্রধানত অভিনয়-নির্ভর Performing Art. কিন্তু নাটকের লিখিত টেক্সট সাহিত্যতত্ত্বের আওতার বাইরে নয়। তাই এই অভিসন্দর্ভে উনিশ শতকের বাঙালির সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব-সংক্রান্ত ভাবনার পাশাপাশি যা পৃথকভাবে উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল, সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকীয় বাঙালির মনোভঙ্গি। ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে উনিশ শতকের প্রতিক্রিয়া বিচার করতে হলে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের প্রতি উনিশ শতকের দৃষ্টিভঙ্গিও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রকে কীভাবে গ্রহণ করেছিলেন উনিশ শতকের সমালোচক ও লেখকরা? সেই সম্পর্কিত আলোচনা এবং বিশ্লেষণই **'উনিশ শতকে সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বচর্চা'** নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের মূল অভীষ্ট।

এইভাবেই ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের নানা তত্ত্বপ্রস্থান কীভাবে উনিশ শতকের লেখক, সমালোচক, পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকদের মননে ধরা দিয়েছিল; ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের কোন দিকগুলি তাঁদের অভিনিবেশের বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল আর কোন ক্ষেত্রে বর্ষিত হয়েছিল তাঁদের তাচ্ছিল্য, উপেক্ষা বা সমালোচনা— তা চিহ্নিত করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। সেইসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক-রাষ্ট্রনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে এ জাতীয় প্রতিক্রিয়ার কারণগুলিও বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

উনিশ শতকের মতো এক গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় সময়পর্বে প্রাচীনতর আরেক সময়পর্বের সাহিত্যতাত্ত্বিক মনীষার দিকে কীভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছিল বাঙালি, এই প্রশ্নের উত্তর সন্ধানপ্রয়াস উনিশ শতকীয় বাংলার চারিত্র্য-নিরীক্ষণে জরুরি হয়ে উঠবে

বলেই আশা করা যায়। বাঙালির কাব্যতত্ত্ব তথা সাহিত্যতত্ত্বকেন্দ্রিক চিন্তার কালানুক্রমিক বিবর্তনের এক খণ্ডচিত্রেরও হদিশ দেবে এই গবেষণা-অভিসন্দর্ভ।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ

- গুপ্ত, ক্ষেত্র সম্পাদিত। *কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী*। কলকাতা: গ্রন্থ নিলয়, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- গোস্বামী, জয়গোপাল। *কাব্য-দর্পণ: বাঙ্গালা অলঙ্কার*। কলকাতা: ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত, ১৮৭৪।
- গোস্বামী, জয়গোপাল। *সাহিত্যমুক্তাবলী: অলঙ্কার (প্রথম ভাগ)*। কলিকাতা: শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত, ১২৬৯ বঙ্গাব্দ।
- ঘোষ, দয়ালচন্দ্র। *প্রসাদ প্রসঙ্গ (সজীবনী-প্রসাদী-সঙ্গীত কাব্য)*। কলিকাতা: ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৮৮৬।
- চট্টোপাধ্যায়, রামাক্ষয়। *প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনচরিত ও কবিত্ব* । কলকাতা: রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৯২।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *পঞ্চভূত*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *রবীন্দ্র রচনাবলী– অচলিত সংগ্রহ: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সমালোচনা*। কলকাতা: পিপেল্‌স্ প্রেসে শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

- দত্ত, মাইকেল মধুসূদন। *মধুসূদন রচনাবলী*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৯৯৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী: দ্বিতীয় ভাগ*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।
- বসু, চন্দ্রনাথ। *শকুন্তলাতত্ত্ব অর্থাৎ অভিজ্ঞানশকুন্তলের সমালোচনা*। কলিকাতা: নূতন আর্য্য যন্ত্রে শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ক্যানিং লাইব্রেরিতে শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।
- বসু, পূর্ণচন্দ্র। *কাব্য-চিন্তা*। কলিকাতা: ডন্ প্রেস, ১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
- বসু, পূর্ণচন্দ্র। *কাব্য-সুন্দরী*। কলিকাতা: জি সি বসু এন্ড কোম্পানি, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।
- বসু, পূর্ণচন্দ্র। *সাহিত্য-চিন্তা*। কলিকাতা: সাহিত্য যন্ত্র, ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
- বসু, যোগীন্দ্রনাথ। *মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত*। কলকাতা: দে'জ, ১৯২৫।
- বিদ্যানিধি, লালমোহন। *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার*। কলকাতা: নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে অক্ষয়কুমার ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত, ১৮৯০।
- বিদ্যানিধি, লালমোহন। *কাব্যনির্ণয়: বাঙ্গালা অলঙ্কার*। হুগলী: বুধযন্ত্রে কাশীনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত, ১৮৯৮।
- বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র । *বিদ্যাসাগর রচনাবলী ১*। কলকাতা: দে'জ, ২০২০।
- বিদ্যাসাগর, ঈশ্বরচন্দ্র। *সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব*। মদনমোহন কুমার সম্পাদিত। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৯৭৭।
- মুখার্জি, রাজকৃষ্ণ। *নানা প্রবন্ধ*। কলকাতা: নব গৌরাঙ্গ প্রেস, ১৮৮৫।

- মুখোপাধ্যায়, ভূদেব। *বিবিধ প্রবন্ধ: প্রথম ভাগ (উত্তর চরিত, রত্নাবলী এবং মৃচ্ছকটিকের সমালোচন)*। হুগলি: বুধোদয় যন্ত্রে শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
- শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ। *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ: দ্বিতীয় খণ্ড*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮১।
- সরকার, বিহারিলাল। *শকুন্তলা-রহস্য*। কলিকাতা। (প্রকাশ-সংক্রান্ত তথ্য অজ্ঞাত)

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

- গুপ্ত, অতুলচন্দ্র। *কাব্যজিজ্ঞাসা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ।
- গোস্বামী, রূপ। *শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ*। শ্রীধর-দেবগোস্বামী সম্পাদিত। কলকাতা: শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ।
- গোস্বামী, সনাতন। *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫।
- ঘোষ, অভ্র। *উনিশ শতক চর্চা*। কলকাতা: অক্ষর, ২০১৭।
- ঘোষ, সতী। *ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী*। কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৫৭।
- চক্রবর্তী, রমাকান্ত। *বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম*। কলকাতা: আনন্দ, ১৯৯৬।
- চক্রবর্তী, শ্যামাপদ। *অলঙ্কার-চন্দ্রিকা*। কলকাতা: কৃতাঞ্জলি, ২০০৬।
- চক্রবর্তী, শ্যামাপদ। *কাব্যের রূপ ও রস*। কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৭৯।
- চক্রবর্তী, সত্যনারায়ণ সম্পাদিত। *আনন্দবর্ধন-বিরচিতঃ ধ্বন্যালোকঃ (প্রথম উদ্দ্যোতঃ)*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৮।
- চক্রবর্ত্তি, নরহরি। *ভক্তিরত্নাকর*। বহরমপুর: রাধারমণ যন্ত্রে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংশোধিত প্রকাশিত ও মুদ্রিত, ৪০২ চৈতন্যাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী সম্পাদিত। *শ্রীদণ্ড্যাচার্য্যবিরচিতঃ কাব্যাদর্শঃ*। টীকা – প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫।

- চট্টোপাধ্যায়, চিন্ময়ী। *ভক্তিরসের বিবর্তন (কলিকাতা সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় গবেষণা গ্রন্থমালা, গ্রন্থাঙ্ক: ৭৭)*। কলিকাতা: সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭২।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *রূপ, রস ও সুন্দর: নন্দনতত্ত্বের ভূমিকা*। কলকাতা: ঋদ্ধি ইণ্ডিয়া, ১৯৮১।
- চৌধুরী, হিমাংশুচন্দ্র। *বৈষ্ণবসাহিত্য-প্রবেশিকা*। কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। *পদরত্নাবলী: অর্থাৎ মহাজন পদাবলীর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট কবিতাগুলির একত্র সংকলন*। অনাথনাথ দাস ও বিশ্বনাথ রায় কর্তৃক সংগ্রথিত ও সম্পাদিত। কলকাতা: আনন্দ, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাহিত্য*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ।
- তর্কভূষণ, প্রমথনাথ। *বাংলার বৈষ্ণব দর্শন*। কলকাতা: শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- দাশগুপ্ত, শশিভূষণ। *সাহিত্যের স্বরূপ*। কলকাতা: গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, প্রাপ্তিস্থান - শ্রীগুরু লাইব্রেরি, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।
- দাশগুপ্ত, সুধীরকুমার। *কাব্যালোক*। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮।
- দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। *কাব্যবিচার*। কলকাতা: চিরায়ত, ১৯৯৬।
- দাস, করুণাসিন্ধু। *কাব্যজিজ্ঞাসার রূপরেখা: প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য-বিচার পদ্ধতি*। কলকাতা: রত্নাবলী, ১৯৯৪।

- দাস, করুণাসিন্ধু। *সংস্কৃত নাট্যতত্ত্বের রূপরেখা*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।
- দাস, ক্ষুদিরাম। *বৈষ্ণব-রস-প্রকাশ*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০০৯।
- দেশপাণ্ডে, জি টি। *অভিনবগুপ্ত*। রত্না বসু অনূদিত। নতুন দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬।
- নাথ, রাধাগোবিন্দ। *'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র ভূমিকা*। কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী, ১৯৯৩।
- নাথ, রাধাগোবিন্দ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন: সপ্তম পর্ব্ব -- রসতত্ত্ব*। কলিকাতা: প্রাচ্যবাণী মন্দির, ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। *ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ)*। কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, রবিশঙ্কর। *রাজানক কুন্তকাচার্য্যের বক্রোক্তিজীবিত*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত। *উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান*। কলকাতা: অনুষ্টুপ, ২০১৩।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *ভরত নাট্যশাস্ত্র– চতুর্থ খণ্ড*। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত। কলকাতা: নবপত্র, ১৯৯৫।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *ভরত নাট্যশাস্ত্র– তৃতীয় খণ্ড*। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত। কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *ভরত নাট্যশাস্ত্র– দ্বিতীয় খণ্ড*। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত। কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮২।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত। *ভরত নাট্যশাস্ত্র– প্রথম খণ্ড*। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ছন্দা চক্রবর্তী অনূদিত। কলকাতা: নবপত্র, ১৯৮০।
- বসু, নন্দিতা। *বাংলা বিদ্যাচর্চা: উনিশ শতক*। কলকাতা: এবং মুশায়েরা, ২০১৬।
- বসু, রত্না অনূদিত। *অভিনবগুপ্ত: জি টি দেশপাণ্ডে*। কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৬।
- বসু, স্বপন এবং ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী সম্পাদিত। *উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০১৫।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *কাব্য-মীমাংসা*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৮২।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়: ভক্তিরস ও অলংকারশাস্ত্র*। কলকাতা: আনন্দ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *প্রাচীন ভারতীয় অলংকার-শাস্ত্রের ভূমিকা*। কলকাতা: চলন্তিকা প্রেস [এন ডি], ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *ভারতীয় ভক্তিসাহিত্য*। কলকাতা: লেখাপড়া, ১৯৬১।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *সাংস্কৃতিকী প্রবন্ধ সপ্তক*। কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৯১।
- ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ। *সাহিত্য মীমাংসা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ।
- মিত্র, খগেন্দ্রনাথ। *বৈষ্ণব রস-সাহিত্য*। কলকাতা: কমলা বুক ডিপো, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।
- মুখোপাধ্যায়, বিমলাকান্ত। *বিশ্বনাথ কবিরাজকৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ* (সম্পা. অশোককুমার মুখোপাধ্যায়, টীকা ও বঙ্গানুবাদ: রামচন্দ্র তর্কবাগীশ)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৮।
- মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন। *রসসমীক্ষা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০১।

- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ এবং সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত। *কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*। কলকাতা: দেব সাহিত্য কুটীর, ১৯৯৭।
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনা*। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯০।
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ। *পদাবলী-পরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৮।
- মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনারায়ণ। *উজ্জ্বলনীলমণি*। কলকাতা: ভারতী প্রকাশন, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।
- রায়, অলোক এবং গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত। *উনিশ শতকের বাংলা*। কলকাতা: পারুল, ২০১২।
- রায়, অলোক। *উনিশ শতক*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৫।
- রায়, অলোক। *বাঙালী কবির কাব্যচিন্তা: উনিশ শতক*। কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮১।
- রায়, কালিদাস। *পদাবলী-সাহিত্য*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
- রায়, সতীশচন্দ্র অনূদিত। *রস-মঞ্জরী* [ভানুদত্তের সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ]। কলিকাতা: মডেল লাইব্রেরী, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।
- রায়, সতীশচন্দ্র অনূদিত। *রসমঞ্জরী*। কলকাতা: মডেল লাইব্রেরি, ১৩২০ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, সুবীর ও স্বপন মজুমদার সম্পাদিত। *বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার*। কলকাতা: দে'জ, ১৯৯৯।
- শাস্ত্রী, অশোকনাথ। *রস ও ভাব: ভরতের নাট্যশাস্ত্র অবলম্বনে রস ও ভাবের সামগ্রিক আলোচনা*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ।

- সান্যাল, অবন্তীকুমার ও গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত। *বিশ্বনাথ কবিরাজ প্রণীত সাহিত্যদর্পণ (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা: ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ।
- সান্যাল, অবন্তীকুমার। *অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য*। কলকাতা: কলকাতা বিদ্যাভবন, ১৩৭০ বঙ্গাব্দ।
- সান্যাল, অবন্তীকুমার। *প্রাচীন নাট্যপ্রসঙ্গ*। কলকাতা: করুণা, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
- সান্যাল, অবন্তীকুমার। *ভারতীয় কাব্যতত্ত্ব*। কলকাতা: সারস্বত লাইব্রেরী, ১৯৯৫।
- সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ। *বৈষ্ণব পদাবলী: পদ ও পদকার*। কলকাতা: ফার্মা কেএলএম, ১৯৮৬।
- সেন, নীলরতন। *বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়: নবপর্যায়*। কলকাতা: সাহিত্যলোক, ১৯৯৫।
- সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র ও কালীপদ ভট্টাচার্য। *ধ্বন্যালোক ও লোচন, মূল: আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত*। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং, ১৯৮৬।
- সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র। *সাহিত্যপাঠের ভূমিকা*। কলকাতা: বিশ্বভারতী, ১৯৬০।
- সেনশাস্ত্রী, ত্রিপুরাশঙ্কর। *বৈষ্ণব সাহিত্য: বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও পদাবলী পরিচয়*। কলকাতা: এস ব্যানার্জী এন্ড কোং, বামা পুস্তকালয়, ১৯৯৪।

ইংরাজি

- Chakravarti, Ramakanta. *Vaisnavism in Bengal (1486-1900)*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1985.
- Das, Sisirkumar. *The Mad Lover: Eassays on Medieval Indian Poetry*. Calcutta: Papyrus, 1984.
- De, S.K. *Early History of the Vaisnava Faith and Movement: From Sanskrit and Bengali Sources*. Calcutta: General Printers and Publishers, 1942.
- De, Sushil Kumar. *Sanskrit Poetics as a Study of Aesthetic: With notes by Edwin Gerow*. Bombay: Oxford University Press, University of California Press, 1963.
- De, Sushil Kumar. *Some Problems of Sanskrit Poetics*. Calcutta: Firma KLM, 1981.
- De, Sushil Kumar. *Studies in the History of Sanskrit Poetics Vol II*. London: Luzac & Co., 1925.
- De, Sushil Kumar. *Studies in the History of Sanskrit Poetics*. Calcutta: Firma K.L Mukhopadhyay, 1961.
- De, Sushil Kumar. *The Vakrokti-Jivita: A Treatise on Sanskrit Poetics by Rajanaka Kuntaka*. Calcutta: Firma K.L.M, 1961.
- Devy, G. N. Ed. *Indian Literary Criticism: Theory and Interpretation*. Hyderabad: Orient Longman, 2002.
- Dhananjaya. *Dasarupam*. Edited by F E Hall. Calcutta: Asiatic Society, 1989.
- Kane, P.V. *History of Sanskrit Poetics*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1971.

- Keith, A. Berreiedale. *The Sanskrit Drama in its Origin, Development Theory and Practice*. London: Oxford, 1924.
- Krishnamoorthy, K. *Essays in Sanskrit Criticism*. Dharwar: Karnatak University, 1964.
- Lahiri, P.C. *Concept of Riti and Guna in Sanskrit Poetics in their Historical Development*. Dacca: The University of Dacca, 1937.
- Mishra, Hari Ram. *The Theory of Rasa in Sanskrit Drama with A Comparative Study of General Dramatic Literature*. Chhatarpur: Vindhyachal Prakashan, 1964.
- Mukherji, Ramaranjan. *Literary Criticism in Ancient India*. Calcutta: Sanskrit Pustak Bhandar, 1990.
- Pollock, Sheldon Ed and Trans. *A Rasa Reader: Classical Indian Aesthetics.* Noida: Permanent Black, 2017.
- Sankaran, A. *Some Aspects of Literary Criticism*. Kolkata: Sanskrit Pustak Bhandar, 1973.

পত্রিকা

- গুপ্ত, রজনীকান্ত। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (দ্বিতীয় ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
- গুপ্ত, রজনীকান্ত। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (তৃতীয় ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
- গুপ্ত, রজনীকান্ত। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (পঞ্চম ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।
- গুপ্ত, রজনীকান্ত। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (ষষ্ঠ ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (প্রথম খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৭৯ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮০ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (তৃতীয় খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (চতুর্থ খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮২ বঙ্গাব্দ।

- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (পঞ্চম খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন* (ষষ্ঠ খণ্ড)। কলকাতা: দি ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানীর পক্ষ হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (সপ্তম খণ্ড)*। কাঁটালপাড়া: বঙ্গদর্শন যন্ত্রে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (অষ্টম খণ্ড)*। কলিকাতা: জনসন প্রেসে শ্রীরাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদিত। *বঙ্গদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (নবম খণ্ড)*। কলকাতা: বীণা প্রেসে শ্রীউমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র। *ভ্রমর: মাসিক পত্র (প্রথম খণ্ড)*। কলিকাতা: ১২৮১ বঙ্গাব্দ।
- চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র। *ভ্রমর: মাসিক পত্র (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: ১২৮২ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (প্রথম খণ্ড)*। কলকাতা: ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।

- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলকাতা: ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (তৃতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮০১ শক।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (চতুর্থ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৮০২ শক।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (পঞ্চম খণ্ড)*। কলকাতা: ১৮০৩ শক।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক সমালোচনী পত্রিকা (ষষ্ঠ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১৮০৪ শক।
- ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (সপ্তম খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ। *সাধনা: মাসিক পত্রিকা (দ্বিতীয় বর্ষ: দ্বিতীয় ভাগ)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৯৯ (অগ্রহায়ণ) - ১৩০০ (বৈশাখ) বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ। *সাধনা: মাসিক পত্রিকা (তৃতীয় বর্ষ: প্রথম ভাগ)*। কলিকাতা: ১৩০০ (জ্যৈষ্ঠ) – ১৩০১ (বৈশাখ) বঙ্গাব্দ।

- ঠাকুর, সুধীন্দ্রনাথ। *সাধনা: মাসিক পত্রিকা (তৃতীয় বর্ষ: দ্বিতীয় ভাগ)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০১ (জ্যৈষ্ঠ – কার্ত্তিক) বঙ্গাব্দ।
- ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। *সাধনা: মাসিক পত্রিকা (চতুর্থ বর্ষ: প্রথম ভাগ)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১৩০১ (অগ্রহায়ণ) – ১৩০২ (বৈশাখ) বঙ্গাব্দ।
- ত্রিবেদী, রামেন্দ্রসুন্দর। *সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা: ত্রৈমাসিক (সপ্তম ভাগ)*। কলিকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-কার্য্যালয়, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (অষ্টম খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ, শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (নবম খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (দশম খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (একাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (দ্বাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (ত্রয়োদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (চতুর্দশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (পঞ্চদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (সপ্তদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: "সিদ্ধেশ্বর যন্ত্রে" শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান দ্বারা মুদ্রিত, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (অষ্টাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: "ভারতী যন্ত্রে" শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০১ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (ঊনবিংশ খণ্ড)*। কলিকাতা: "ভারতী যন্ত্রে" শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস দ্বারা মুদ্রিত, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী সম্পাদিত। *ভারতী ও বালক (বিংশ খণ্ড)*। কলিকাতা: ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
- দেবী, হিরণ্ময়ী ও সরলা দেবী সম্পাদিত। *ভারতী: মাসিক পত্রিকা (একবিংশ খণ্ড)*। কলিকাতা: ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (প্রথম খণ্ড)*। কলিকাতা: নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮১ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীরামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮২ বঙ্গাব্দ।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (তৃতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীহরিনাথ খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৩ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (চতুর্থ খণ্ড)*। কলিকাতা: নূতন ভারতযন্ত্রে শ্রীহরিনাথ খাঁ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, ১২৮৪ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (পঞ্চম খণ্ড)*। কলিকাতা: বসু প্রেসে শ্রীহরিনাথ খাঁ দ্বারা প্রকাশিত, ১২৮৫ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (ষষ্ঠ খণ্ড)*। কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত, ১২৮৭ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (সপ্তম খণ্ড)*। কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (অষ্টম খণ্ড)*। কলিকাতা: সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (নবম খণ্ড)*। কলিকাতা: জি সি বসু কোম্পানি, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (দশম খণ্ড)*। কলিকাতা: জি সি বসু কোম্পানি, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সম্পাদিত। *আর্য্যদর্শন: মাসিকপত্র ও সমালোচন (একাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: জি সি বসু কোম্পানি, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

- বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র। *প্রচার: মাসিক পত্র (তৃতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৩-৯৪ বঙ্গাব্দ।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালচন্দ্র। *প্রচার: মাসিক পত্র (চতুর্থ খণ্ড)*। কলিকাতা: উমাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।
- মিত্র, প্রমথনাথ। *বিভা: প্রথম ভাগ— প্রথম সংখ্যা*। কলিকাতা: শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ (আশ্বিন)।
- মিত্র, প্রমথনাথ। *বিভা: প্রথম ভাগ— পঞ্চম সংখ্যা*। কলিকাতা: শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ (মাঘ)।
- মিত্র, প্রমথনাথ। *বিভা: প্রথম ভাগ— ষষ্ঠ সংখ্যা*। কলিকাতা: শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ (ফাল্গুন)।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (প্রথম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯০ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত কার্য্যালয়, ১২৯১ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (তৃতীয় খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯২ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (চতুর্থ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৩ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (পঞ্চম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (ষষ্ঠ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (সপ্তম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (অষ্টম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (নবম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (দশম খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (একাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০০ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (দ্বাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০১ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (ত্রয়োদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০২ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (চতুর্দশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০৩ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (পঞ্চদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (ষোড়শ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত- কার্য্যালয়, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (সপ্তদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।
- রায়চৌধুরী, দেবীপ্রসন্ন সম্পাদিত। *নব্যভারত: মাসিক পত্র ও সমালোচন (অষ্টাদশ খণ্ড)*। কলিকাতা: নব্যভারত-কার্য্যালয়, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (প্রথম বর্ষ – বৈশাখ থেকে আশ্বিন)*। কলিকাতা: নূতন কলিকাতা যন্ত্রে শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (দ্বিতীয় বর্ষ – বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ)*। কলিকাতা: ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (তৃতীয় বর্ষ)*। কলিকাতা: ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (অষ্টম বর্ষ)*। কলিকাতা: সাহিত্য-কার্য্যালয়, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্য: মাসিক পত্র ও সমালোচন (নবম বর্ষ)*। কলিকাতা: সাহিত্য-কার্য্যালয়, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।
- সমাজপতি, সুরেশচন্দ্র। *সাহিত্যকল্পদ্রুম: মাসিক পত্র ও সমালোচন (তৃতীয় বর্ষ)*। কলিকাতা: সাহিত্য-কল্পদ্রুম কার্য্যালয়, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ।